অধ্যায় - ১০

শ্রী সাই বাবার জীবনধারা, শোওয়ার তক্তা, শিরডীতে তাঁর অবস্থান, তাঁর উপদেশ, তাঁর বিনয়, নানাবলী, সহজতম পথ।

প্রারম্ভ ঃ-

শ্রী সাইবাবাকে সর্বক্ষণ প্রেমপূর্বক স্মরণ কর কারণ তিনি সর্বদা অন্যদের কল্যাণার্থে তৎপর ও আত্মলীন থাকতেন। তাঁকে স্মরণ করলেই জীবন ও মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। সব সাধনার মধ্যে এটি সব চেয়ে সরল, কারণ এতে কোন অর্থ ব্যয় না। কেবল একটু পরিশ্রমেই ভবিষ্যত ফলদায়ক হয়ে ওঠে। ইন্দ্রিয়গুলি বলিষ্ঠ থাকাকালীন প্রতি মুহূর্তে এই সাধনাটির অভ্যাস করা উচিত। অন্যান্য দেবী-দেবতা তো ভ্রম উৎপন্ন করতে পারেন, কেবল গুরুই আমাদের ঈশ্বর। তাঁর পবিত্র চরণে আমাদের শ্রদ্ধা থাকা উচিত। তিনি তো প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যবিধাতা এবং স্নেহময় প্রভু। যে অনন্যরূপে তাঁর সেবা করবে, সে এই ভবসাগর হতে নিশ্চয়ই মুক্তি পাবে। **দর্শন বা ন্যায়শাস্ত্র পড়ার কোন প্রয়োজন নেই। যেরূপ বিশ্বাস নদী বা সমুদ্র পার করার সময় নাবিকের উপর রাখতে হয়, ঠিক সেই রকমই বিশ্বাস ভবসাগর পার হওয়ার জন্য সদ্গুরুর উপর রাখা উচিত।** সদ্গুরু তো কেবলমাত্র ভক্তদের ভক্তিভাব দেখে তাদের জ্ঞান ও পরমানন্দের প্রাপ্তি করিয়ে দেন।

পাঠকগণ, এবার শ্রী সাইবাবা কিভাবে থাকতেন, শুতেন ও শিক্ষা দিতেন- সে কথা শুনুন।

বাবার বিচিত্র বিছানা ঃ-

প্রথমে আমরা এটা দেখব যে, বাবা কিভাবে শুতেন। শ্রী নানাসাহেব ডেঙ্গলে একটা চার হাত লম্বা ও এক হাত চওড়া কাঠের তক্তা শ্রী সাইবাবার জন্য নিয়ে আসেন। তক্তাটা নীচে না বিছিয়ে সেটাকে ঝুলিয়ে একটা দোলনার মত বানিয়ে বাবা তাতে শোওয়া আরম্ভ করেন।

দোলনার দড়িগুলি একেবারে পাতলা ও ছেঁড়া হওয়ার দরুণ লোকেদের কাছে

এই দোলনাটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐ দড়ির তো তক্তার ভার নেওয়ারও সামর্থ ছিল না। তবে বাবার শরীরের ভার কিভাবে বহন করত? যে ভাবেই হোক, সে তো ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু এটি তো বাবার একটি লীলাই বলতে হবে যে, ছেঁড়া দড়িগুলি তক্তা ও বাবার ভার সামলাচ্ছিল। বাবা কি ভাবে তক্তায় উঠে বসতেন ও শুতেন- এই দৃশ্য দেখা দেবতাদের জন্য দুর্লভ ছিল। সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে এটাই ভাবত যে, বাবা কিভাবে তক্তায় উঠতেন ও নামতেন। কৌতূহলবশে লোকেরা রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য এক নাগাড়ে তাকিয়ে থাকত, কিন্তু সেটা জানতে বা বুঝতে কেউ সফল হতে পারেনি। একথা জানবার জন্য ভীড় দিনের-পর-দিন বাড়তে লাগল। শেষে একদিন অতিষ্ট হয়ে বাবা তক্তাটা ভেঙ্গে বাইরে ফেলে দিলেন। যদিও বাবা অষ্টসিদ্ধিতে পারদর্শী ছিলেন, তবুও তিনি সেগুলো কখনো ব্যবহার করেননি। সেগুলি সহজেই ও আপনা-আপনি বাবার নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছিল।

ব্রহ্মের সগুন অবতার ঃ-

বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রী সাইবাবা সাড়ে তিন হাত লম্বা এক সামান্য পুরুষ মনে হলেও প্রত্যেকের হৃদয়ে তিনিই বিরাজমান। অন্তরে তিনি আসক্তিশূণ্য ও স্থির ছিলেন, কিন্তু বাইরে থেকে তাঁকে জনকল্যাণ হেতু সর্বদাই চিন্তিত মনে হতো। অন্তর হতে তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ছিলেন। ভক্তদের জন্য তাঁর হৃদয়ে পরম প্রেম ও শান্তি বিরাজমান ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে দেখে তাঁকে অশান্ত মনে হতো। তিনি অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞানী, কিন্তু বাহ্যরূপে সংসার চক্রে জড়িয়ে আছেন বলে মনে হতো। তিনি কখনো স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন, তো কখনো পাথর মারতেন, কখনো গালি-গালাজ করতেন তো কখনো বুকে জড়িয়ে ধরতেন। তিনি গম্ভীর, শান্ত, সহনশীল ছিলেন এবং সর্বদা নিজের ভক্তদের খেয়াল রাখতেন। সর্বদা একটা আসনের উপরে বিরাজমান থাকতেন। তাঁর দণ্ড একটা ছোট্ট লাঠি ছিল, যেটি তিনি সব সময় নিজের কাছে সামলে রাখতেন। তিনি কাঞ্চন বা কীর্তির চিন্তা কখনো করেননি এবং ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন নির্বাহ করেছেন। 'আল্লাহ মালিক' সর্বদা তাঁর ঠোঁটে লেগে থাকত। ভক্তদের প্রতি অটুট ও বিশেষ ভালবাসা ছিল। আত্ম জ্ঞানের খনি ও পরম দিব্যরূপ ছিলেন। একটি অপরিমিত, অনন্ত, সত্য ও অপরিবর্ত্তনশীল সিদ্ধান্ত (যার অন্তর্ভুক্ত এই সমগ্র বিশ্ব) শ্রী সাইবাবার মধ্যে আবির্ভূত হয়। এই অমূল্য রত্ন কেবল সৎ ও ভাগ্যবান ভক্তরাই প্রাপ্ত করে। যাঁরা শ্রী সাইবাবাকে কেবল সামান্য পুরুষ রূপে জেনেছেন, তাঁরা অবশ্যই অভাগা।

শ্রী সাইবাবার মা-বাবা ও তাঁর জন্মতিথির বিষয় ঠিক-ঠিক খবর কেউই জানে

না। তবুও তাঁর শিরডী অবস্থানের মাধ্যমে অনুমানিক ভাবে সেটা নির্দ্ধারিত করা যেতে পারে। যখন প্রথম-প্রথম উনি শিরডী আসেন, তখন তাঁর বয়স ছিল কেবল ১৬ বছর। শিরডীতে তিন বছর থাকার পর কিছু সময়ের জন্য অন্তর্হিত হন। কিছুকাল পর ঔরঙ্গাবাদের কাছে (নিজাম স্টেটে) আবির্ভূত হন এবং চাঁদ পাটীলের শ্যালকের বরযাত্রীর সাথে আবার শিরডী আসেন। সেই সময় তাঁর বয়স হবে প্রায় ২০ বছর। তিনি ৬০ বছর শিরডীতে ছিলেন এবং ১৯১৮ সালে মহা সমাধিতে লীন হয়ে যান। এই হিসেবে আমরা বলতে পারি যে, তাঁর জন্ম ১৮৬৮ সালে হয়েছিল।

বাবার জীবনের লক্ষ্য এবং উপদেশ ঃ-

সপ্তদশ শতাব্দীতে (১৬০৮-১৬৮১) সন্ত রামদাসের আবির্ভাব ঘটে এবং তিনি মুসলমানদের দিয়ে গরু এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষা করান। কিন্তু দু শতাব্দী পরই হিন্দু-মুসলমানদের বিরোধ-বৈষম্য বেড়ে যায় এবং এটাই দূর করা জন্য শ্রী সাইবাবা আবির্ভূত হন। তিনি সবাইকে একটাই উপদেশ দিতেন- "রাম (হিন্দুদের ভগবান) এবং রহীম (মুসলমানদের খোদা) একই এবং তাঁদের মধ্যে কিঞ্চিতমাত্র প্রভেদ নেই। তবে কেন তাদের ভক্তরা পৃথক হয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি করবে? দুই সম্প্রদায় এক হয়ে মিলে-মিশে থাকো। শান্ত চিত্তে থেকে রাষ্ট্রীয় একতার লক্ষ্য প্রাপ্ত করো। কলহ ও বিবাদ ব্যর্থ প্রমাণিত হবে। তাই লড়াই-ঝগড়া কোর না এবং পরস্পর প্রাণঘাতক হয়ো না। সব সময় নিজের মঙ্গল ও কল্যাণের কথা চিন্তা করো। শ্রীহরি তোমাদের রক্ষা নিশ্চয়ই করবেন। ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার অনেক পথ আছে যেমন, যোগ, বৈরাগ্য, তপস্যা, জ্ঞান ইত্যাদি। যদি তুমি কোন রকম ভাবেই সফল সাধক না হতে পারো, তাহলে তোমার জন্ম বৃথা। যে যতই তোমার নিন্দে করুক, তুমি তার প্রতিবাদ কোর না। যদি কোন ভালো কাজ করার ইচ্ছে থাকে, তাহলে সর্বদা অন্যের উপকার করো।" সংক্ষেপে সাইবাবার এই বক্তব্যই ছিল যে, উপরোক্ত আদেশানুসারে আচরণ করলে ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুই ক্ষেত্রেই তোমার উন্নতি হবে।

সচ্চিদানন্দ সদ্‌গুরু শ্রী সাইনাথ মহারাজ ঃ-

গুরু তো অনেক আছে। কিছু গুরু এমন দেখা যায়, যারা হাতে বীণা নিয়ে বাড়ী-বাড়ী ঘুরে বেড়ায় এবং নিজেদের ধার্মিকতা প্রদর্শিত করে। শিষ্যদের কানে মন্ত্র ফুঁকে তাদের সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়। ওরা শুধু ভক্তি ও ধার্মিকতার ভাব দেখায়। বস্তুতঃ তারা অপবিত্র ও অধার্মিক। শ্রী সাইবাবার মনে লোকেদের সামনে ধার্মিক নিষ্ঠা

প্রদর্শন করার বিচার কখনোই আসেনি। দৈহিক আড়ম্বর তাঁকে কিঞ্চিৎমাত্র ছুঁতে পারেনি। কিন্তু ভক্তদের প্রতি তাঁর অসীম স্নেহ ছিল। গুরু দুরকমের হন- ১) নিয়ত বা নির্দিষ্ট ২) অনিয়ত বা অনির্দ্দিষ্ট। অনিয়ত গুরুর উপদেশ পালন করলে আমাদের উত্তম গুণগুলির বিকাশ হয় এবং মন শুদ্ধ হয়ে বিবেকের বৃদ্ধি হয়। উনি ভক্তিপথে লোকেদের প্রবৃত্ত করেন। কিন্তু নিয়ত গুরুর সংস্পর্শে এলেই দ্বৈত বুদ্ধি হ্রাস পেয়ে যায়। গুরু আরো অনেক ধরনেরও হয়, যারা বিভিন্ন প্রকারের সাংসারিক শিক্ষা প্রদান করে। যিনি আমাদের আত্মস্থিত করে এই ভবসাগর পার করিয়ে দেন, তিনিই আমাদের সদ্‌গুরু। শ্রী সাইবাবা এই শ্রেণীরই সদ্‌গুরু। তাঁর মহানতা অবর্ণনীয়। যে ভক্তরা বাবার দর্শন করতে আসত, তাদের প্রশ্ন করার আগেই বাবা ওদের সমস্ত জীবনের ত্রৈকালিক ঘটনাগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়ে দিতেন। তিনি সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করতেন। শত্রু-মিত্র তাঁর কাছে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিঃস্বার্থ ও দৃঢ় ছিলেন। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য তাঁকে প্রভাবিত করতে পারত না। তিনি কখনও সংশয়গ্রস্ত হন নি। দেহধারী হয়েও তাঁর দেহের প্রতি কিঞ্চিৎমাত্র আসক্তি ছিল না। দেহটি ছিল তাঁর জন্য একটা আবরণ মাত্র। তিনি তো নিত্যমুক্ত ছিলেন। সেই শিরডীবাসীরা ধন্য, যাঁরা শ্রী সাইবাবার ঈশ্বর রূপে উপাসনা করেছেন। উঠতে-বসতে, খেতে-পরতে, মাঠে বা বাড়ীতে যে কোনই কাজ করুন না কেন, তাঁরা সর্ব্বদাই ওঁকে স্মরণ ও তাঁর গুণগান করতেন। শ্রী সাইবাবা ছাড়া অন্য কোন ভগবানকে ওঁরা মানতেন না। শিরডীর নারীদের প্রেমের মাধুর্য্যের কথা তো বলাই যায় না। ওঁরা ছিলেন একেবারেই সরল ও সাদাসিধে। পবিত্র প্রেম ওঁদের গ্রাম্য ভাষায় ভজন লেখার প্রেরণা দিত। যদিও ওঁরা শিক্ষিত ছিলেন না, তবুও ওঁদের সরল ভজনের মাধ্যমে প্রকৃত কাব্যের ঝিলিক পাওয়া যেত। ওঁদের শুদ্ধ প্রেমই এই ধরনের কবিতার প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কবিতা তো সত্য প্রেমেরই স্বরূপ। সর্বসাধারণের জন্য এই রকম লৌকিক গান অত্যাবশ্যক। হয়তো ভবিষ্যতে বাবার কৃপায় কোন ভাগ্যশালী ভক্ত গীত সংগ্রহের ভার নিয়ে এই গানগুলিকে সাইলীলা পত্রিকাতে কিংবা পুস্তক রূপে প্রকাশ করবেন।

বাবার বিনয় ঃ-

বলা হয় যে ভগবানের মধ্যে ছয় প্রকারের বিশেষ গুণ পাওয়া যায় - যেমন ১) কীর্তি ২) শ্রী ৩) বৈরাগ্য ৪) জ্ঞান ৫) ঐশ্বর্য্য এবং ৬) উদারতা। শ্রী সাইবাবার মধ্যে এই সব গুণগুলি বিদ্যমান ছিল। তিনি ভক্তদের ইচ্ছাপূর্তির জন্যই সগুণ অবতার ধারণ করেছিলেন। তাঁর কৃপা (দয়া) বড়ই বিচিত্র। ভক্তদের জন্য নিজের শ্রীমুখ থেকে

এমন বাক্য বলতেন, যার বর্ণনা করতে মা সরস্বতীও সাহস করবেন না। তারই একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। বাবা অতি বিনম্র হয়ে বলতেন- "দাসানুদাস আমি তোমার ঋণী।" এটা কি রকমের বিনয়? যদিও বাইরে থেকে দেখে মনে হত যে, বাবা বিষয় পদার্থ উপভোগ করছেন, কিন্তু তাঁর এইরূপ প্রবৃত্তি কিঞ্চিৎমাত্রও ছিল না। তিনি খাবার তো নিশ্চয় খেতেন, কিন্তু তাঁর জিভে কোন স্বাদ ছিল না। তিনি চোখ দিয়ে দেখতেন, কিন্তু দৃশ্যের প্রতি কোন রুচি ছিল না। বাসনার ব্যাপারে তিনি হনুমানের ন্যায় অখণ্ড ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁর কোন পদার্থের প্রতি আসক্তি ছিল না। তিনি ছিলেন শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ যেখানে সমস্ত ইচ্ছা, অহংকার ও সব রকমের চেষ্টা লোপ পায়। সংক্ষেপে তিনি নিঃস্বার্থ, মুক্ত এবং পূর্ণ ব্রহ্ম ছিলেন। এই কথাটি বোঝাবার জন্য একটি উৎকৃষ্ট ঘটনা এখানে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হচ্ছে।

নানাবলী ঃ-

শিরডীতে নানাবলী নামে এক বিচিত্র ব্যক্তি থাকত। বাবার সব কাজের দেখাশোনার ভার তার উপর ছিল। একবার যে সময় বাবা নিজের আসনে বসেছিলেন, নানাবলী তাঁর কাছে এসে জানায় যে, সে স্বয়ং ঐ আসনের উপর বসতে চায়। তাই সে বাবাকে সেখান থেকে সরে যেতে বলল। বাবা তক্ষুনি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং নানাবলী সেখানে গিয়ে বসে। একটু পরে সে সেখান থেকে উঠে বাবাকে নিজের স্থান গ্রহণ করতে বলে। বাবা আবার নিজের আসন গ্রহণ করেন। এই দেখে নানাবলী তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে। বাবা এই সমগ্র ব্যাপারটি দ্বারা কিঞ্চিৎমাত্রও অপ্রসন্ন হন নি।

সুগম পথ সাধু-সন্তদের কথা শ্রবণ ও সমাগম ঃ-

যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রী সাইবাবার আচরণ সামান্য পুরুষদের মতই মনে হত কিন্তু তাঁর কর্মের মাধ্যমে তাঁর অসাধারণ বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যেত। তিনি কখনও নিজের ভক্তদের কোন প্রাণায়াম বা যোগাআসন বা বিশেষরকমের উপাসনার আদেশ দেননি। কখনও তাদের কানে মন্ত্র দেননি। ওঁর তো সবার জন্য একই মন্ত্র ছিল - **সব রকম চতুরতা ত্যাগ করে, সব সময় সাই-সাই স্মরণ করো। এই ধরনের আচরণ করলে সমস্ত বন্ধন কেটে যায় এবং মুক্তিপ্রাপ্ত হয়।** পঞ্চাগ্নি, তপস্যা, অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনা কেবল ব্রাহ্মণদের পক্ষেই সম্ভব। অন্যান্য শ্রেণীর কাছে তা কার্যকরী নয়।

মনের কাজ হচ্ছে বিচার করা। বিচার না করে সে এক দণ্ডও থাকতে পারে

না। তাকে কোন বিষয়-বস্তুর সাথে সংলগ্ন করে দিলে মন তারই চিন্তন করে এবং যদি গুরুকে অর্পণ করে দাও, তাহলে তাঁরই চিন্তন করবে। আপনারা খুবই মন দিয়ে সাইয়ের মহানতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শ্রবণ করেছেন। এই কাহিনীগুলি সাংসারিক ভয় নির্মূল করে আধ্যাত্মিক পথে আরুঢ় করে দেয়। তাই এই কথাগুলি সর্বদাই শ্রবণ এবং মনন করবেন। আচরণেও এগুলি মনে রাখবেন। যদি এইগুলি কার্য্যে পরিণত করা হয়, তাহলে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণই নয়, বরং স্ত্রী ও অন্যান্য দলিত জাতিও শুদ্ধ ও পবিত্র হয়ে যাবে। সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থেকেও নিজের মনটা সাই ও তাঁর লীলাগানেই ডুবিয়ে রাখুন। তাহলে নিশ্চয়ই তিনি কৃপা করবেন। এত সরল পথ হওয়া সত্ত্বেও সবাই এই পথ অবলম্বন করে না। ঈশ্বর কৃপার অভাবে সন্তদের কথা শোনার ইচ্ছে বা রুচি উৎপন্ন হয় না। তাঁর কৃপায় প্রত্যেক কাজ সুচারু ও সুন্দর ভাবে সফল হয়। সন্তদের কথা শ্রবণ করাই তাঁদের সান্নিধ্যের সমান এবং তার গুরুত্ব অনেক। এর দ্বারা দৈহিক বুদ্ধি, অহংকার এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি খুলে যায় এবং ঈশ্বরের সাথে মিলন ঘটে। বিষয়বস্তু থেকে নিশ্চয়ই বিরক্তি বাড়ে, সুখ-দুঃখে সুস্থির থাকার শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং শেষে আধ্যাত্মিক উন্নতি সুলভ হয়ে যায়। যদি আপনি কোন সাধনাই, যেমন- নাম স্মরণ, পূজো বা ভক্তি ইত্যাদি না করতে পারেন, অনন্য ভাবে কেবল সন্তের শরণাগত হয়ে যান, তাহলেও তিনি আপনাকে খুব সহজে ভবসাগর পার করিয়ে দেবেন। এই কাজের নিমিত্তেই সন্তরা এই জগতে আবির্ভূত হন। পবিত্র নদীগুলি - গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী ইত্যাদি সংসারের সমস্ত পাপ ধুয়ে দেয়। কিন্তু তারাও সর্বদা কামনা করে যে, কোন মহাত্মা নিজের চরণ স্পর্শ দ্বারা তাদের পবিত্র করুন। সন্তদের মহিমাই এইরূপ। গত জন্মের শুভ কর্মের ফলস্বরূপই শ্রী সাই চরণের প্রাপ্তি সম্ভব।

আমি শ্রী সাইয়ের মোহ বিনাশক চরণ ধ্যান করে এই অধ্যায় সমাপ্ত করছি। তাঁর স্বরূপ কত সুন্দর ও মনোহর! মস্‌জিদের কোণে দাঁড়িয়ে 'উদী' বিতরণ করতেন। যিনি জগৎ মিথ্যা জেনে সব সময় আত্মানন্দে নিমগ্ন থাকতেন, সেই সচ্চিদানন্দ শ্রী সাই মহারাজের চরণ কমলে আমার বারম্বার প্রণাম।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।